অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘ কমিটির সমাপনী পর্যবেক্ষণ: নাগরিক সমাজের প্রত্যাশা

সংবাদ সম্মেলন
০৫ এপ্রিল ২০১৮
সম্মেলন কক্ষ, জাতীয় প্রেস ক্লাব

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ এবং উপস্থিত সুধীমন্ডলী,
গত ১৫ ও ১৬ মার্চ ২০১৮ জেনেভাতে বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘ কমিটির পর্যালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। ১৮ সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটি অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘ সনদের বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে থাকে। বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম এর নেতৃত্বে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে গঠিত ২৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল এ পর্যালোচনায় সরকারকে প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা এ প্রক্রিয়ায় বিকল্প প্রতিবেদন প্রদান করেছে। হিউম্যান রাইটস ফোরাম বাংলাদেশ (এইচআরএফবি) বাংলাদেশের বিদ্যমান অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের চিত্র তুলে ধরে একটি প্রতিবেদন প্রদান করেছে। পাশাপাশি ফোরামের পক্ষ থেকে এর একটি প্রতিনিধি দল পর্যালোচনাকালে উপস্থিত ছিলেন। তারা নাগরিক ও মানবাধিকার সংগঠনসমূহের জন্য আয়োজিত বিভিন্ন অধিবেশনে অংশ নিয়েছেন এবং কমিটির সদস্যদের কাছে এ সনদের আওতাধীন অধিকারসমূহ ভোগ করার ক্ষেত্রে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাসমূহ তুলে ধরেছেন। পর্যালোচনার অংশ হিসেবে সরকারি প্রতিনিধিদল এবং অনানুষ্ঠানিকভাবে ফোরামের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনাকালে কমিটির সদস্যরা বিভিন্ন বিষয়, বিশেষত নাগরিক সমাজ, বিরোধী মত ও গণমাধ্যমের মত প্রকাশের স্বাধীনতা সংকুচিত হয়ে যাওয়া, খসড়া ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের নেতিবাচক দিক, শ্রমিক নিরাপত্তা পরিবেশ ও ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা, ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের স্বাধীনতা, আদিবাসী ও দলিত জনগোষ্ঠীর অধিকার, বিচারবিভাগের স্বাধীনতা, বিশেষ ক্ষমতা আইনের ব্যবহার, বিদ্যমান ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যকারীতা, শিক্ষা-স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেন ও বিস্তারিত জানতে চান।

উক্ত পর্যালোচনার ওপর ভিত্তি করে কমিটি গত ৩ এপ্রিল তাদের খসড়া সমাপনী পর্যবেক্ষণ প্রদান করেছে যার ওপর বাংলাদেশ সরকারের মতামত প্রদান করতে পারবে।

আজকের এই সংবাদ সম্মেলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে– কমিটির সমাপনী পর্যবেক্ষণসমূহ আপনাদের মাধ্যমে সাধারণ জনগণকে জানানো। পাশাপাশি ফোরাম মনে করে, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার নিশ্চিতকরণ মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে টেকসই অবস্থানের এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ অর্জনের পূর্বশর্ত। সরকারের কাছে এসব পর্যবেক্ষণ যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য অতি দ্রুত নাগরিক সমাজ, সংশ্লিষ্ট পক্ষ ও বিশেষজ্ঞদের সাথে আলোচনাসাপেক্ষে একটি সুনির্দিষ্ট ও সময়সীমাভিত্তিক কার্যকর কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের জন্য দাবী জানাই।

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ,
১৯৬৬ সালের এ সনদটি বাংলাদেশ অনুস্বাক্ষর করে ১৯৯৮ সালে। অনুস্বাক্ষরের এক বছর পর প্রতিবেদন প্রদানের বিধান থাকলেও বাংলাদেশ সরকার প্রতিবেদন প্রদান করেছে ২০১৭ সালের জুন মাসে। দীর্ঘসময় পর হলেও প্রাথমিক প্রতিবেদন প্রদান করায় এবং গঠনমূলক সংলাপে অংশ নেওয়ায় সমাপনী পর্যবেক্ষণের শুরুতেই কমিটি সরকারকে সাধুবাদ জানিয়েছে। পাশপাশি কমিটি সনদটি অনুস্বাক্ষরের পর বাংলাদেশ সনদে বর্ণিত অধিকারসমূহ পূরণে বিশেষত দারিদ্র্য নিরসনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করার সরকারকে অভিনন্দন জানিয়েছে। পাশপাশি উন্নয়নশীল দেশ হওয়ার পথের যাত্রাকেও তারা বিবেচনায় নিয়েছে। জনজীবনে জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠা, শতভাগ শিক্ষা নিশ্চিতকরণ ও প্রাথমিক শিক্ষায় জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতিগুলোও তারা উল্লেখ করেছে। এছাড়া বহু প্রতিকূলতা সত্ত্বেও লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আশ্রয় দেয়া, রোহিঙ্গাদের অনিরাপদ ও অসম্মানজনকভাবে মায়ানমারে ফেরত পাঠানো হবে না বলে সরকারের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করায় কমিটি সরকারকে অভিনন্দন জানিয়েছে।

সাংবাদিক ভাই-বোনেরা,
কমিটির সদস্যরা সনদে বর্ণিত অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারসমূহে বাংলাদেশ সংবিধানে মৌলিক অধিকারের স্থলে কেবল মৌলিক নীতিমালা হিসেবে বর্ণিত হওয়ায় এসব অধিকারের বিচারযোগ্যতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এসব অধিকার লংঘিত হলে নাগরিকরা কিভাবে প্রতিকার পেতে পারে, পর্যালোচনার সময় কমিটির সদস্যদের এ সংক্রান্ত বেশ কিছু প্রশ্নের জবাবে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি দল নাগরিকরা উচ্চ আদালতের দারস্থ হতে পারে বলে উল্লেখ করে। কিন্তু বাংলাদেশে খুব কম সংখ্যক লোকই আইনি প্রক্রিয়া গ্রহণ করে, উচ্চ আদালতের দারস্থ হতে পারে। আর নিম্ন আদালতের এ সংক্রান্ত কোনো এখতিয়ার নেই। খাদ্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার মৌলিক অধিকার হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি পাওয়া এসব অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত।
এক্ষেত্রে সনদে বর্ণিত অধিকারসমূহ অভ্যন্তরীণ আইনি কাঠামোতে সম্পূর্ণভাবে অন্তর্ভুক্ত করার, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের ন্যায় সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেয়ার এবং এসব অধিকারকে সব পর্যায়ের আদালতে সমভাবে প্রযোজ্য করার জন্য কমিটি সরকারের কাছে সুপারিশ করেছে ।
পাশাপাশি কমিটি এ বিষয়ে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ প্রদান করেছেন– কমিটি সরকারকে এ সনদে বর্ণিত অধিকারসমূহ ও এসব অধিকারের বিচারযোগ্যতা বিষয়ে বিচারক, আইনবিদ এবং সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের ওপর জোর দেন। আমরা মনে করি, এটি অত্যন্ত সময়োপোযোগী সুপারিশ এবং সরকার এ ব্যাপারে দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করবে।
বাংলাদেশ সরকার এ সনদের অনুচ্ছেদ ১,২,৩,৭,৮ এবং ১৩ গ্রহণ করেনি। সরকারের বক্তব্য অনুযায়ী, এ অনুচ্ছেদগুলো গ্রহণ না করার পেছনে মূলত সরকারের সনদে বর্ণিত অধিকারসমূহ প্রগতিশীল বাস্তবায়নের বা 'প্রগ্রেসিভ রিয়েলাইজেশন' অঙ্গীকারের কথা উল্লেখ করেছেন। সরকারের এ বক্তব্য কমিটিকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। বরং উদ্বেগ প্রকাশ করে কমিটি বলেছেন– এ অনুচ্ছেদগুলোর ওপর আপত্তি বজায় রাখা প্রকৃতপক্ষে সনদ বাস্তবায়নকে বাধাগ্রস্ত করবে।
কমিটি সরকারকে এ আপত্তিসমূহ তুলে নেয়ার বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য সুপারিশ করেছে।

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ,
নাগরিক সমাজের দীর্ঘদিনের আন্দোলনের ফসল আমাদের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বাংলাদেশ। আমরা সবসময় এ কমিশনের স্বাধীনতা ও কার্যকারীতা নিশ্চিত করার জন্য দাবী জানিয়ে আসছি। কমিটিও তাদের

সমাপনী পর্যবেক্ষণে কমিশন সম্পর্কে যেসব উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, সেগুলো হলো–জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানসমূহের বৈশ্বিক জোট কর্তৃক 'বি' মর্যাদা পাওয়া, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ে কমিশনের সীমিত এখতিয়ার, পর্যাপ্ত স্বাধীনতা, বিশেষত আর্থিক স্বাধীনতা, ও প্রয়োজনীয় মানবসম্পদের অভাব।

এক্ষেত্রে কমিশনের সুপারিশ হলো–জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের স্বাধীনতা জোরদার করা, একটি পৃথক বাজেট লাইনের মাধ্যমে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করা এবং নিয়োগ বিধি সংশোধন করে কমিশনকে সকল পর্যায়ে কর্মী নিয়োগের ক্ষমতা প্রদান করা। এছাড়া কমিটি জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯ পর্যালোচনা করে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারসমূহ সরাসরি কমিশনের এখতিয়ারভুক্ত করার সুপারিশ করেছে।

কমিটি সাংবাদিক, শ্রমিক অধিকারকর্মী, নাগরিক সমাজসহ মানবাধিকারকর্মী ও ভিন্নমতাবলম্বীদের জন্য মত প্রকাশ ও কাজ করার ক্ষেত্র সীমিত হয়ে পড়ার সংবাদে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। বিভিন্ন আইনি ধারা বা প্রস্তাবিত আইনে (বিশেষত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০১৩, খসড়া ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮, বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবী কর্মকান্ড) পর্যবেক্ষণ আইন, ২০১৬ এবং বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪) মানবাধিকারকর্মীদের ওপর নানাবিধ বিধি-নিষেধ আরোপ করায় কমিটি বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন।

এ বিষয়ে কমিটির সুপারিশ– মানবাধিকারকর্মীদের জন্য একটি নিরাপদ ও উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিত করা, উল্লেখিত আইনসমূহের দমনমূলক ধারাসমূহ বাতিল করার লক্ষ্যে মানবাধিকারকর্মীদের সাথে নিবিড়ভাবে পর্যালোচনায় বসা, বিশেষত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারা সম্পূর্ণভাবে বাতিল করা, খসড়া ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে একই ধরণের ধারা না রাখা এবং বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪ বাতিল করা।

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ,

যেসব জনগোষ্ঠী নিজেদের আদিবাসী বলে চিহ্নিত করছে তাদের অধিকার রক্ষায় সংবিধান বা বিদ্যমান আইনি কাঠামোতে পরিষ্কারভাবে কিছু বলা নেই বলে কমিটি উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। কমিটির কাছে আরো তথ্য আছে যে, এ জনগোষ্ঠীর সাথে আলোচনা ছাড়াই কিংবা তাদের পূর্ণ এবং পূর্ব সম্মতি ব্যতিরেকে তাদের ভূমি সরকারিভাবে অধিগ্রহণ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, কমিটির সাথে আলোচনাকালে সরকার আবারও আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে 'আদিবাসী' হিসেবে স্বীকৃতি দিতে অপারগতা প্রকাশ করেছে, তাদের বক্তব্য অনুযায়ী বাংলাদেশে সবাই আদিবাসী, যা একটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিক অবস্থান। কেননা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত জাতিসংঘের সংজ্ঞা অনুযায়ী বাংলাদেশে আদিবাসী হিসেবে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীভুক্ত জনগোষ্ঠী রয়েছেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ধীরগতি বিশেষত ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে কমিটিকে উদ্বিগ্ন করেছে। এখানে উল্লেখ্য পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশন আইন ২০০১ সালে প্রণীত হলেও এখন পর্যন্ত এ আইনের বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়নি এবং এ আইনের অধীনে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি।

এক্ষেত্রে কমিটির সুপারিশ হচ্ছে–

১. আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদণ্ডসমূহের সাথে সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্য রেখে আদিবাসীদের স্বীকৃতি দেয়া ও তাদের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য একটি বিশেষ আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া জোরদার করা।
২. পাহাড় ও সমতলের আদিবাসীদের অধিকার সম্পর্কিত বিষয়ে তাদের প্রতিনিধিত্ব এবং অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান ব্যবস্থাসমূহের কার্যকর বাস্তবায়ন এবং প্রয়োজনে নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ।
৩. ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে আদিবাসী জনগোষ্ঠী যাতে প্রতিকার চাইতে পারে এমন কার্যকর ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
৪. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া জোরদার করা, বিশেষ করে বিপুল সংখ্যক ভূমি বিরোধ সংক্রান্ত আবেদন স্বচ্ছ, কার্যকর ও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিস্পত্তি করা। পাবর্ত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশনকে পর্যাপ্ত জনবল, আর্থিক ও কারিগরী সহযোগীতা প্রদান করা।

সাংবাদিক বন্ধুগণ,

এছাড়া কমিটি যে সুপারিশসমূহ তুলে ধরেছে সেগুলো হলো–

- সরকার বৈষম্য বিলোপ আইন প্রণয়নে দেরি করছে বলে কমিটি উদ্বেগ জানিয়েছে। তৃতীয় লিঙ্গের স্বীকৃতির বিষয়টিকে স্বাগত জানালেও প্রাপ্তবয়স্ক ও পরস্পরের সম্মতিতে সমলিঙ্গের মধ্যকার সম্পর্ক এখনও ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে গণ্য হওয়ায় কমিটি উদ্বেগ জানিয়েছে। কমিটি সুপারিশ করে, রাষ্ট্রপক্ষ একটি বৈষম্যবিলোপ আইন দ্রুত প্রণয়ন করবে যেটি প্রত্যেক্ষ, পরোক্ষ এবং অন্যান্য ধরনের বৈষম্য নিষিদ্ধ করবে এবং ভুক্তভোগীরা বৈষম্যের প্রতিকারে কার্যকর আইনগত সুবিধা লাভ করবে। কমিটি আরো সুপারিশ করে, পরস্পরের সম্মতিতে প্রাপ্তবয়স্ক সমলিঙ্গের মধ্যে সম্পর্ককে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবেনা এবং যৌন বৈশিষ্ট্য বা লিঙ্গ পরিচয়ের ভিত্তিতে নাগরিকদের প্রতি বৈষম্য প্রশমন এবং এ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে উদ্যোগ নেয়া হবে।

- কমিটি দুর্নীতির ব্যাপকতা এবং এর ফলে সুবিধাবঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে এর অত্যন্ত নেতিবাচক প্রভাবের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। দুর্নীতি দমন কমিশনের দক্ষতার ঘাটতি সংক্রান্ত তথ্যেও তারা উদ্বেগ জানিয়েছে। এক্ষেত্রে তাদের সুপারিশ হচ্ছে– সরকারি কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে সুশাসন উন্নত করা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা। দুর্নীতিবিরোধী আইনগুলো যাতে কঠোরভাবে কার্যকর করা হয় এবং দুর্নীতির সাথে সম্পৃক্তদের বিশেষত উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও রাজনীতিবিদদের বিচারের আওতায় নিয়ে আসা। দুর্নীতি দমন কমিশনের স্বাধীনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা। সরকারি ও রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের দুর্নীতির অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যয়, ঘুষের অগ্রহণযোগ্যতা এবং বিদ্যমান দুর্নীতি বিরোধী ব্যবস্থা ও অভিযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা।
- জীবিকা, স্বাস্থ্য, জরুরি চিকিৎসাসেবা, শিক্ষা এবং ক্যাম্পের বাইরে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা যাতে রোহিঙ্গারা পেতে পারে তা নিশ্চিত করতে রোহিঙ্গাদের আইনগত মর্যাদা প্রদান করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহযোগিতায় ক্যাম্পে রোহিঙ্গাদের নিরাপত্তা

নিশ্চিত করা এবং ডিপথেরিয়া ও কলেরার মতো জীবাণুবাহি রোগসমূহ যাতে ছড়িয়ে পড়তে না পারে সে ব্যবস্থা গ্রহণ।

- একটি একক পারিবারিক আইন গ্রহণ করা যা বিয়ে, বিচ্ছেদ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমঅধিকার নিশ্চিত করবে।
- অনানুষ্ঠানিক শ্রম খাতকে স্বীকৃতি দেয়া এবং স্বীকৃতির পূর্ব পর্যন্ত এ খাতের শ্রমিকদের সামাজিক ও শ্রম নিরাপত্তা প্রদান করা।
- প্রতিবন্ধী, নৃ-গোষ্ঠীগত সংখ্যালঘু, দলিতদের জন্য কোটা বৃদ্ধি করা এবং তা কার্যকরীভাবে বাস্তবায়ন করা। চাকুরির ক্ষেত্রে দলিতদের প্রতি বিদ্যমান বৈষম্য বিলোপ করা এবং তাদের অন্যন্য পেশায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সাময়িকভাবে বিশেষ শিক্ষা, কারিগরী সহযোগীতা প্রদান।
- কোনো জাতীয় নূন্যতম মজুরী নির্ধারিত না থাকায় কমিটি উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। সকল শ্রমিকের জন্য একটি জাতীয় নূন্যতম মজুরী নির্ধারণ করা এবং সকল শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সম্মানজনক জীবন যাপন নিশ্চিত করতে বিদ্যমান নূন্যতম মজুরী বৃদ্ধি করা।
- শ্রম আইন সংশোধন করে অনানুষ্ঠানিক শ্রম খাতকে এর আওতায় নিয়ে আসা। শ্রমিকদের জন্য নিরপেক্ষ, সহজগম্য ও কার্যকর অভিযোগ দায়ের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থা জোরদার এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক, কারিগরী ও মানব সম্পদ বৃদ্ধি করা। জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নীতিমালা ২০১৩ এর পূর্ণ বাস্তবায়ন, কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ পরিকল্পনা বীমা, দ্রুততার সাথে অনুমোদন, পেশাগত দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও পরিবারকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করা।
- অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় অন্যান্য দেশের সাথে আলোচনার মাধ্যমে তাদের দেশের শ্রমিকদের ন্যায় অভিবাসীদের একই ধরণের কাজ ও নিরাপত্তা যেন প্রদান করা হয় তা নিশ্চিত করা।
- শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার নিশ্চিত করা, শ্রমিকঅধিকার কর্মীদের বিপক্ষে বৈষম্য, হয়রানি, প্রভাব বিস্তার সংক্রান্ত সকল অভিযোগ দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তি করা।
- সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ আরো বৃদ্ধি করা, বিদ্যমান নীতিমালাসমূহ সনদে উল্লেখিত মানবাধিকারসমূহ নিশ্চিত করছে কিনা পর্যালোচনা করে দেখা এবং একটি সর্বজনীন সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা।
- কমিটি তাদের পর্যবেক্ষণ জানিয়েছে যে, বাল্যবিয়ের প্রবণতা কমলেও এখনও বাল্যবিয়ের উচ্চহার উদ্বেগজনক। কমিটি বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ কে স্বাগত জানালেও এর কয়েকটি ধারা যেমন বিশেষ ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন বয়সসীমা উল্লেখ না করে পিতা-মাতার সম্মতি বা আদালতের নির্দেশে বাল্যবিয়ের অনুমতি, বাল্যবিয়ে বাতিল করার কোনো ধারা না থাকা ইত্যাদি বিষয়ে তাদের উদ্বেগ জানিয়েছে। কমিটি সুপারিশ করেছে, বাল্যবিয়ে বন্ধে রাষ্ট্র তার কার্যক্রমকে আরো সম্প্রসারিত করবে বিশেষ করে–

ক) বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭-এ সংশোধনী আনা যাতে করে এই আইনে এই ধরনের বিয়ে বাতিল ঘোষণার ধারা অন্তর্ভুক্ত করা, বিশেষ ক্ষেত্রে বাল্যবিয়ের অনুমতি সংক্রান্ত ধারা বাতিল করা;

খ) বাল্যবিয়েতে সহায়তাকারীদের বিচারের আওতায় আনা ও শাস্তি নিশ্চিত করা;

গ) বাল্যবিয়ের ভুক্তভোগী যারা এই বিয়ে বাতিল করতে চায় তাদের যথাযথ ও কার্যকর আইনি সুবিধা এবং অন্যান্য সকল ধরনের প্রয়োজনীয় সহায়তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

ঘ) বাল্যবিয়ের নেতিবাচক প্রভাব প্রশমনে উদ্যোগ গ্রহণ যেমন প্রজনন ও যৌন স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য ও সেবা, জন্মনিরোধকের ব্যবহার এবং এ বিষয়ক অন্যান্য সহায়তা যেমন বিয়ে বা সন্তান লাভের পরও শিক্ষা নিশ্চিত করবে তা নিশ্চিত করা।

- সকল ধরনের যৌন ও লিঙ্গভিত্তিক নির্যাতন হ্রাসে কার্যক্রম দ্বিগুন করা। বিশেষ করে বৈবাহিক সম্পর্কে ধর্ষণকেও অপরাধ হিসেবে পেনাল কোডে অন্তর্ভুক্ত করা, যৌন ও লিঙ্গভিত্তিক নির্যাতনের ক্ষেত্রে প্রচলিত আইনের প্রয়োগ শক্তিশালী করা, অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনা ও শাস্তি প্রদান করা। ভুক্তভোগীদের আইনগত, শারীরিক এবং মানসিক সহায়তা উন্নয়ন এবং ভুক্তভোগী ও তাদের সন্তানদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করা।
- কমিটি বিরাট সংখ্যক নাগরিকের মৌসুমী খাদ্যসংকট, অপুষ্টির বিষয়ে তাদের উদ্বেগ জানান। কমিটি সুপারিশ করে যে-

ক) খাদ্য স্বল্পতার ক্ষেত্রে কার্যকর পূর্বাভাস, খাদ্যের পর্যাপ্ততা নিশ্চিত করা এবং দুর্গত এলাকায় কার্যকর বণ্টনসহ খাদ্য সংকট দূরীকরণ।

খ) খাদ্য নিরাপত্তা আইন ২০১৩ এবং ২০১৪ সালের খাদ্য নিরাপত্তা বিধি (খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা) এর পূর্ণ বাস্তবায়ন।

গ) কাউন্সিল অব ফুড এন্ড এগ্রিকালচারাল অর্গানাইজেশন কর্তৃক গৃহীত ২০০৪ সালের ভলান্টারি গাইডলাইন টু সাপোর্ট দ্য প্রগ্রেসিভ রিয়ালাইজেশন অব রাইট টু এডিকোয়েট ফুড ইন দ্য কনটেক্সট অব ন্যাশনাল ফুড সিকিউরিটিকে বিবেচনা করে একটি জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা কৌশল তৈরি।

- খাস জমি বণ্টন নীতিমালার দুর্বল বাস্তবায়ন এবং ভূমি দখলের বিষয়ে কমিটি উদ্বেগ জানিয়েছে এবং এ বিষয়ে রাষ্ট্রপক্ষ সুনির্দিষ্ট তথ্য দিতে না পারাতেও হতাশা ব্যক্ত করেছে। কমিটি আরো জানিয়েছে যে, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যার্পন আইন (২০০১, সংশোধিত ২০১১) এখনো পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন হয়নি এই আইনের অধীনে সম্পত্তি ফিরিয়ে দেয়ার হারও নিম্নমুখী।
- খাস জমি বণ্টন নীতিমালায় বৈষম্যমূলক ধারার মাধ্যমে নারীদের ভূমির মালিকানা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে কমিটি উদ্বেগ জানিয়েছে।

- এছাড়াও সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার বিষয়ে ধর্মীয় ব্যক্তিগত আইনের কারণেও নারীদের সম্পত্তিতে অধিকার নিয়ন্ত্রিত হওয়ার বিষয়টি কমিটি তাদের পর্যবেক্ষণে জানিয়েছে।
- কমিটি সুপারিশ করে যে,

  ক) ভূমি দখল সংক্রান্ত সকল অভিযোগের যথাযথ তদন্ত এবং খাস জমি বণ্টন নীতিমালার পূর্ণ বাস্তবায়ন করা।

  খ) অর্পিত সম্পত্তি আইন ২০১১ এর কার্যকর বাস্তবায়ন যাতে, ১৯৭৪ সালের এই আইনের অধীনে হিন্দু সম্প্রদায়ের ভুক্তভোগী সকল সদস্য আত্তীকৃত জমি ফেরত পায়।

  গ) নারীদের ভূমিতে মালিকানা, বিশেষ করি সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত ব্যক্তিগত আইন সংশোধন করতে, যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া যাতে করে সম্পত্তিতে নারীর পুরুষের সমান উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

- সুবিধাবঞ্চিত, প্রান্তিক ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীসহ অস্থায়ী নিবাসে বসবাসকারীদের জন্য সামাজিক আবাস নির্মানের উদ্যোগ আরো বৃদ্ধি করা।
- রাষ্ট্রের সকলের জন্য মানসম্মত এবং পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন নিশ্চিত করা, বিশেষ করে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে। মানসিক স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়নে আইনি কাঠামো এবং নীতিমালা গ্রহণ, মানসম্মত মানসিক স্বাস্থ্যসুবিধা ও এর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং এই ক্ষেত্রে প্রশিক্ষিত পেশাদার চিকিৎসক নিশ্চিত করা।
- সকল নারী ও মেয়েদের বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা, এ সংক্রান্ত তথ্যে অভিগম্যতা এবং পর্যাপ্ততা নিশ্চিত করতে হবে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা পাঠ্যক্রমে সকল লিঙ্গের জন্য সম্প্রসারিত বয়সভিত্তিক যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যশিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- শিক্ষা অধিকার নিশ্চিত করতে আইনি কাঠামো তৈরি করা, বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শিক্ষার মান এবং পাঠ্যক্রমের মধ্যে সামঞ্জস্য নিশ্চিত করা, সব ধরনের মাদ্রাসা শিক্ষাকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে আনা, প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য সমন্বিত শিক্ষা চালু করতে হবে, আদিবাসী, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী শিশুদের নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের সুযোগ আরো বৃদ্ধি করতে হবে।
- দেশের সকল আদিবাসী জনগোষ্ঠীর আইনি স্বীকৃতি নিশ্চিত করতে হবে এবং তাদের সাংস্কৃতিক অধিকারের পূর্ণ ভোগের সুযোগ তৈরি করে দেয়া।

কমিটি আরো কিছু সাধারণ সুপারিশ প্রদান করেছেন, সেগুলো হলো–

  - অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত সনদের ঐচ্ছিক প্রোটোকলে অনুস্বাক্ষর।
  - জোরপূর্বক অন্তর্ধান সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদে অনুস্বাক্ষরের বিষয়টি বিবেচনায় রাখা।
  - টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ বাস্তবায়নে সনদের সকল বাধ্যবাধকতা এবং সনদে বর্ণিত অধিকারসমূহের পূর্ণ বাস্তবায়ন।

- এই সমাপনী পর্যবেক্ষণ জাতীয়, আঞ্চলিক, স্থানীয় পর্যায়সহ সমাজের সকল স্তরে বিশেষ করে সংসদ সদস্য, সরকারি কর্মকর্তা এবং বিচারিক কর্তৃপক্ষ প্রমুখ দায়িত্বশীলদের মাঝে ব্যাপকভাবে প্রচার।

সাংবাদিক বন্ধুরা,
প্রতিবেদন প্রেরণ এবং পর্যালোচনায় অংশ নেয়ার জন্য আমরা সরকারকে আবারো সাধুবাদ জানাই। আমরা আশা করি, পরবর্তী সময়েও সরকার এ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখবে। হিউম্যান রাইটস ফোরাম বাংলাদেশ জাতিসংঘ কমিটির উপরোক্ত পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশসমূহের সাথে একমত। আমরা আরো আশা করি, সরকার কেবল প্রতিবেদন প্রদান আর পর্যালোচনার অংশগ্রহণের মধ্যেই এ প্রক্রিয়াকে সীমাবদ্ধ রাখবে না, বরং এ প্রক্রিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়– জাতীয় পর্যায়ে কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নে আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা চালাবে। ফোরাম সরকারের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত দাবী জানাচ্ছে:

১. সমাপনী পর্যবেক্ষণগুলো বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করার জন্য যেখানে সুনির্দিষ্ট সময়সীমা, প্রয়োজনীয় কর্মসূচি ও কোন মন্ত্রণালয় কোন সুপারিশ কিভাবে বাস্তবায়ন করবে তা সবিস্তারে উল্লেখ থাকবে।

২. কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে নাগরিক সমাজের সাথে আলোচনা করা।

৩. সমাপনী পর্যবেক্ষণের ফলোআপ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে আগামী ১৮ মাসের মধ্যে প্যারাগ্রাফ ২৪ (বৈষম্য বিলোপ আইন), প্যারাগ্রাফ ২৮ (রোহিঙ্গা শরণার্থ সংক্রান্ত) এবং প্যারাগ্রাফ ৪১ (ভুক্তভোগী ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী)-এ প্রদত্ত সুপারিশ বাস্তবায়ন বিষয়ক তথ্য কমিটিকে প্রদান করা।

৪. কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, এনজিও এবং নাগরিক সংঠগনের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে এই সমাপনী পর্যবেক্ষণ বাস্তবায়নে ফলোআপ কার্যক্রম গ্রহণ করা।